''মিষ্টি বাচ্চারা - সার্ভিসের নতুন নতুন ইনভেনশন (কৌশল) বের করো, সেবার বিস্তার করো, সেবাক্ষেত্রে মাতাদেরকে সামনে এগিয়ে দেওয়াই হলো সফলতার সাধন''

*প্রশ্নঃ - কিরকম ম্যানার্সের (আচরণ) সাথে কথা বললে তোমরা তোমাদের অথোরিটি (প্রাধিকার) সিদ্ধ (প্রমাণ) করতে পারবে?

*উত্তরঃ - যখন কোনও গুরুজনের সাথে কথা বলবে তখন 'আপনি-আজ্ঞে' করে কথা বলবে। তুই-তুই করে নয়। এটাই হলো ম্যানার্স (ভদ্র-আচরণ)। তোমরা তোমাদের অথোরিটি বজায় রেখে কথা বলবে কিন্তু সম্মান অবশ্যই দেবে । স্কুলেও এই ম্যানার্স শেখানো হয়। ২ - কখনো অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে কথা বলবে না। জ্ঞানের নেশায় ভরপুর হয়ে সর্বদা হাসি-খুশিতে থাকো। হাসি-খুশি চেহারাও অনেক সেবা করে।

*গীতঃ- আজকের এই মানুষের এ কী হয়ে গেছে...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের এটা বোঝানো হয়েছে যে সমস্ত আত্মাই এখন অত্যন্ত পাপী হয়ে গেছে। ভালো ভালো বাচ্চারা আহ্বান করে বলে যে পাপ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পাপের কারণেই মানুষ পতিত হয়ে যায়। স্মরণও করতে থাকে যে পাপ আত্মাদেরকে পূণ্য আত্মা বানানোর জন্য হে পতিত-পাবন এসো। এটা যদি পতিত দুনিয়া হয় তাহলে অবশ্যই কোনো পাবন দুনিয়াও আছে। নিরাকারী দুনিয়াকে পাবন দুনিয়া বলা যায় না। সেটা হলো শান্তিধাম। পতিত আর পাবন দুনিয়া হলো মানুষের জন্য। কলিযুগী দুনিয়া হল পতিত আর সত্যযুগী দুনিয়া হল পাবন। পতিত-পাবন বাবা-ই পাবন দুনিয়া স্থাপন করেন। বিদ্বান-পন্ডিতেরা শাস্ত্র বানিয়েছে, নাম রেখে দিয়েছে ব্যাসের। যিনি ব্যাখ্যা করেছেন তার নাম তো চাই, তাই না। সাধারণ মানুষ তো জানেই না যে শাস্ত্র কবে বানানো হয়েছে? এটা তোমরা বাচ্চারাই জানো যে সত্যযুগ ত্রেতাতে শাস্ত্র ইত্যাদি থাকবে না। সেখানে ভক্তি মার্গের কোনও চিহ্ন নেই। বাবা জ্ঞানের দ্বারা জিন্দাবাদ করেদেন। জ্ঞানের দ্বারা ২১ জন্ম জিন্দাবাদ হবে, পুনরায় মায়া এসে মৃত (মুর্দা) বানিয়ে দেয়। এটা হলো মৃতদের দুনিয়া, যাকে কবরখানা বলা যায়। এই সময় এই দুনিয়া হলো ঘোর কবরখানা । সকলেই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে পারে। মহাভারতের যুদ্ধে সম্পূর্ণ কবরস্থান হয়ে যায়। অন্যান্য যুদ্ধে এইরকম হয় না। ভাগবতে লেখা আছে - জ্ঞান সাগরের সকল বাচ্চারাই কবরস্থ হয়ে যায়। মায়া কাম চিতাতে বসিয়ে সবাইকে ভষ্মীভূত করে দিয়েছে। সবাই এখন কবরস্থ হয়ে গেছে। মুসলমানদের কোরানেতে লেখা আছে - সবাই কবরস্থ হয়ে যায়। যখন বিনাশের সময় আসে, তখন তাদেরকে জাগানোর জন্য আল্লাহ্ আসেন। কবরস্থানকে পুনরায় পরিস্থান বানাতে আসেন। বাবা বলেছেন যে বিড়লা মন্দিরেও লেখা আছে যে - তিনি এসে দিল্লিকে পরিস্থান বানিয়েছিলেন। তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ কবরস্থানকে পরিস্থান বানিয়ে ছিলেন। প্রলয় তো হবেনা, কিন্তু অনেকেই মারা যাবে। সত্যযুগে অনেক কম মানুষ থাকে। একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম থাকে। আজকে যে গান শুনলে, সেখানে এই রকম অবস্থা হবে না। স্বর্গে কেউ কাউকে দুঃখ দেয় না। এখানে তো কত দুঃখ দেয়। একে-অপরকে খুন করে দেয়। বাবার কাছে সমাচার তো আসে, তাই না। কোনো ব্যক্তি অন্যের স্ত্রী-র প্রতি আসক্ত হলে নিজের স্ত্রীকে শেষ করে দেয়। বিষ খাইয়ে দেয়। এটা হলই পতিত দুনিয়া, তবেই তো গাইতে থাকে - হে পতিত-পাবন এসো। কিন্তু নিজেকে পতিত মনে করে না। কাউকে যদি বলো যে তুমি হলে পতিত, তাহলে সে মর্মাহত হবে। এখন তোমরা জেনে গেছো যে আমরাও পতিত ছিলাম। বাবা পাবন বানাচ্ছেন। এখন এটা সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে বলতে হবে যে শিব বাবা পতিত দুনিয়াকে পাবন বানাচ্ছেন। যাঁর জয়ন্তী তোমরা পালন করে থাকো, তিনি এসে গেছেন। আসলে আগে যেটা নিয়ম ছিল - নতুন কিছু ইনভেনশন করা হলে সেটা আগে রাজাকে বলা হত। তিনি সেই বিষয়টাকে গ্রহণ করে দেখতেন। এখন তো রাজা নেই। এই ইনভেনশন সবাইকে বলতে হবে। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা রেজ্যুলেশন পাশ করে, সহস্রাধিক মানুষের সই নিয়ে গভর্মেন্টকে জানাতে হবে। ইনভেনশনকে জন-সমক্ষে প্রচার করার জন্য হাইয়েস্ট অথোরিটিকূ (সর্বোচ্চ আধিকারিকের) জানাতে হয় । তারপর তারা তার ব্যবস্থা করে । তো তোমাদেরকেও এইরকম করতে হবে। সামনে যার জন্মদিন আসছে, তার সম্বন্ধে বোঝাও। যেদিন যার উৎসব আছে, সেই দিন তার বিষয়ে বোঝাও তাহলে সবাই বুঝবে। তখন তাদের কাছে এই কথা গুলি স্পষ্টতঃই সঠিক মনে হবে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পুর্বে বাবা এসেছিলেন। ভারত, যা উচ্চ থেকেও উচ্চতম ছিল, সোনার পাখি ছিল, সেই ভারত এখন কড়ি-সম হয়ে গেছে। পরমপিতা পরমাত্মা পুনরায় এই ভারতকে হিরের মত বানাচ্ছেন।। ব্রহ্মার দ্বারা এই জ্ঞান প্রদান করছেন।

তোমরা বোঝাতে পারো যে - বাস্তবে প্রত্যেক মানুষ হলো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। সারনেম (উপাধি) হলো এটা। ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা হয়। তারপর দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - এই সকল বংশতালিকা তৈরি হয়ে যায়। তো তোমরা এই সকল উৎসব গুলির উপরে ভালোভাবে বোঝাতে পারো। দীপাবলী আসে। এটা তোমরা জানো যে এখন প্রত্যেক ঘরে-ঘরে ঘোর অন্ধকার ছেয়ে গেছে। জ্ঞান সূর্য প্রকটিত হলে অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হবে। এখন স্পষ্টতঃই হল ঘর অন্ধকার। বাবাকে জেনে গেলেই সকলের জ্যোতি জাগ্রত হয়ে যায়। তাঁকে বহ্নিও বলা হয়। তো এইরকম মুখ্য পর্বের উপরে তোমরা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। তোমরা গভর্মেন্টকেও বোঝাতে পারো। মুখ্যতঃ তোমাদেরকেই এখন এগিয়ে যেতে হবে। মাতাদেরকে সামনে রাখতে হবে। এতে পুরুষদের যেন লজ্জা না আসে। তো বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা কিভাবে অন্যদেরকে অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগাবে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সকলের সাক্ষর সংগ্রহ করে তারপরে বোঝাও। বাস্তবে তোমরা সকলেই হলে শিবের সন্তান। এমন নয় যে তোমরা সবাই হলে শিব! বাবা তো হলেন এক। তিনি হলেন রচয়িতা, পতিতদেরকে পাবন বানান। একটা মেমোরেন্ডাম (স্মারকলিপি) বানাতে হবে। তোমাদের মধ্যে যিনি বড় এবং মুখ্য, তাকে বলতে হবে। তোমরা তো সাধারণ মানুষকে অজ্ঞান অন্ধকার থেকে জাগাচ্ছো, সাধারণ মানুষ মনে করে যে গঙ্গাতে স্নান করলে পাবন হওয়া যায়। কিন্তু গঙ্গা তো পতিত-পাবনী নয়। পতিত-পাবন হলেন এক নিরাকার। জ্ঞানের বর্ষণকারী তিনি হলেন জ্ঞান সাগর, বাদবাকি এসব হল অন্ধশ্রদ্ধা। বাচ্চারা এখন তোমাদের অথোরিটি প্রাপ্ত হয়েছে। শাস্ত্রতে লেখা আছে কুমারীদের দ্বারা জ্ঞানবাণ চালিয়েছিলেন। ভালো ভালো বাচ্চারা এই কাজ করতে পারবে। ভাষণ ইত্যাদি করতে পারবে। সেনাদের মধ্যে নম্বরের ক্রমানুসারে তো আছে তাই না। বার্তালাপ করার জন্যও ম্যানার্স চাই। বড়দের সাথে সর্বদা আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলতে হবে। কিন্তু অশিক্ষিত বাচ্চারা আপনি করে বলার পরিবর্তে তুই-তুই করে কথা বলে। পড়াশোনার দ্বারাও ম্যানার্স আসে। সর্বোপরি ভালো টিচার্স ভালো ভাবে শিক্ষা প্রদান করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার যোগ্য বানান। ক্যারেক্টার্সও রেজিস্টারে লেখে। আজকালকার দিনে এত ভালো চরিত্রবান তো নেই বললেই চলে। সমগ্র দুনিয়াই নোংরায় পরিপূর্ণ। গানে শুনেছো না যে - এখন কি অবস্থা হয়ে গেছে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে - অহো এ আমাদের ভারত কে বলবে? ভারত স্বর্গ ছিল। সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয় যে এসব হলো কল্পনা। তারা তো জানেই না যে স্বর্গ কেমন হয়! হ্যাঁ, তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বেরিয়ে আসবে, যারা দেখে খুশি হবে। এই চিত্রগুলি খুবই ভালো। পান্ডবদের বড় বড় মূর্তি বানায়। এত বড় কেউ থোড়াই ছিল! রাবণের মূর্তি ১০০ ফুট লম্বা বানায়। দিন-প্রতিদিন লম্বায় বাড়তে থাকছে। রাবণের আয়ু অনেক বড় হয়ে গেছে। রাবণ এসেছে ২৫০০ বছর হয়ে গেছে। তো তোমরা দশহরার দিনেও খুব ভাল করে বোঝাতে পারো। এটা হল রাবণের রাজধানী, একে ডেভিল ওয়ার্ল্ড বলা যায়। সংবাদ পত্রেও কেউই লিখেছিল যে এটা হলো রাক্ষসী দুনিয়া। যদি কেউ বলে - তোমরা একে আসুরিক রাজ্য কেন বলছো? বলো - কেউ একজন সংবাদ পত্রেও রাবণ রাজ্য বলেছিল। বাবাও যখন এসেছিলেন তখন বলেছিলেন যে এটা হল আসুরিক দুনিয়া। দৈবী রাজ্য তো সত্যযুগে হবে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এইরকম যুক্তি বের করতে হবে।

এইম্ অবজেক্ট ক্লিয়ার আছে। বাইরে বোর্ডেও এইম্ অবজেক্ট লেখা আছে। কোনও স্কুলে অন্ধশ্রদ্ধার কথা হয় না। যেসকল সৎসঙ্গ আছে সেখানে বেদ ইত্যাদি সব অন্ধশ্রদ্ধার সাথে শোনে। অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। এখন বাবা বলছেন - হে ভারতবাসী, তোমরা বড় বড় বেদ উপনিষদ ইত্যাদি কবে থেকে পড়ে আসছো? সত্যযুগ থেকে তো বলবে না। সেখানে এইসব ভক্তিমার্গের রীতি নেই। একে ভক্তি কাল্ট (ভক্তির সংস্কৃতি) বলা যায়। অর্ধেক কল্প ব্রহ্মার রাত ভক্তি মার্গ থেকে শুরু হয়। ভগবান অবশ্যই আসেন তবেই তো শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। না হলে তো সেই নিরাকার কিভাবে আসবেন? অবশ্যই শরীরের আধার নিয়ে আসবেন। তোমরা জানো যে শিববাবা ব্রহ্মার আধার নেন। তাঁকে ভারতেই আসতে হয়। বাবার জন্মও ভারতেই হয়। ব্রহ্মারও ভারতেই হয়। বাবা বিরাট রূপের জন্যও বুঝিয়েছেন। এই ব্রাহ্মণ ধর্ম হল শীর্ষ। এখন প্র্যাক্টিক্যালে তোমরা আছো তাই না। আমাদের ব্রাহ্মণদের উপরে শিববাবা আছেন, তাই ব্রহ্মার তনকে দেখাতে হয়। এই সরস্বতী আর এই ব্রাহ্মণ কুল পুনরায় দেবতা কুলে, ক্ষত্রিয় কুলে এত-এত জন্ম নেয়। একদম ক্লিয়ার অ্যাক্যুরেট তৈরী হতে পারে। ব্রহ্মার রাত, সরস্বতীর রাত, ব্রহ্মাবংশীদেরও রাত। দিনে আবার সবাই ব্রাহ্মণ তথা দেবতা তৈরী হয়। বাচ্চাদেরকে পয়েন্টস্ তো অনেক দেওয়া হয়, ধারণ করতে হবে। এমন নয় যে, এক কান দিয়ে শুনলে, বাইরে বের হলে সব ভুলে গেলে। যেরকম অন্যান্য সৎসঙ্গে কাহিনী ইত্যাদি শুনে বাড়ি চলে যায়। এখানে তো তোমাদের প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়। তোমরা জেনে গেছো এই পড়াশোনার দ্বারা আমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। সেখানে কোনও এইম্ অবজেক্ট নেই।

বাবা তো অনেক বোঝান কিন্তু কোনও বিরল বাচ্চাই বেরিয়ে আসে। কিছু কিছু তো ট্রেটারও (বিশ্বাস ঘাতক) বেরিয়ে

আসে। বোঝাতে হবে যে এটা হলো যুদ্ধের ময়দান। মায়া হলো অত্যন্ত শক্তিশালী। অনেকেই ফেল হয়ে যায়। এটাও হলো ড্রামার খেলা। সবাই থোড়াই উইন (জয়ী) করতে পারবে। বাচ্চারা জানে যে আমরা মায়া রাবণের কাছে পরাজিত হয়েছি। এটা হল হার আর জিতের খেলা। মায়ার কাছে হেরে গেলে পরাজয়। তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বের মালিক তৈরী হচ্ছি। এই নেশা স্থায়ী রাখতে হবে। নেশা কেটে যায় কেন? তোমরা বিশ্বের রচয়িতা বাবার কাছে পড়ছো! নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হচ্ছো! এরকম থোড়াই হয় যে স্টুডেন্ট শিক্ষা আর শিক্ষককে ভুলে যায়। তাহলে এখানে কেন ভুলে যাও? ঘরে ফিরে যাওয়ার পর একদম ভুলে যাও। এখানে অত্যন্ত নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে থাকো। কতোই না প্রেমের অশ্রু ঝরাও, তারপর এখান থেকে বাড়ি গেলে তখন একটা চিঠিও লেখোনা। অনন্য বাচ্চা, যারা পাণ্ডা হয়ে আসে, তারাও ভুলে যায়। অন্ততপক্ষে সেবার সমাচার তো লেখো - বাবা, আমি আপনার সেবাতে তৎপর আছি। না হলে বাবা বুঝে নেন যে মায়া কবরস্থ করে দিয়েছে। বুদ্ধিও বলে যে এমন বাবা, যিনি বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, তাঁকে তো নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। কিন্তু বাচ্চারা মাসের পর মাস.. স্মরণই করে না, পত্রও লেখে না। মায়া কয়েকজনকে তো একদমই মৃত বানিয়ে দেয়। জীবিত অবস্থাতেই চিঠি লেখেনা, মরে গেলে তো আর কোনও কথাই নেই। বাবাও চিঠি তখন লিখবেন, যখন বাচ্চা নিজে লিখবে। যারা বাবাকে স্মরণ করবে তারাই কর্মাতীত এভারহেল্দী হবে। বাবার বর্সা তো অবশ্যই স্মৃতিতে থাকা চাই। স্থায়ী নেশাতেও থাকতে হবে। বাচ্চারা, স্মরণের দ্বারাই এইসময় তোমাদের মুখ মিষ্টি হয়। জেনে গেছো যে সৃষ্টির রাজ্য রূপী মাখন আমাদেরই প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন দেখায়। মাখন অর্থাৎ বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য। মালিকানার মধ্যেও পদমর্যাদা থাকে। যে যত করবে, সে তত পাবে। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। পরমপিতা বলে থাকো, তাই না। তো পিতার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। মাতা পিতা চাইলে তবেই বাচ্চার জন্ম হবে, তারপর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বলেও থাকে যে তুমি মাতা পিতা আমি বালক তোমার। তোমার সহজ রাজযোগ শিক্ষণের দ্বারা আমরা স্বর্গের মালিক হই। বোঝাতে হবে যে তিন প্রকার সেনাবাহিনী তো অবশ্যই দাঁড়িয়ে আছে। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি যাদের হয়েছিল, তারা তো শেষ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া ভগবানের সাথে যাদের প্রীত বুদ্ধি ছিল তারা তো স্বর্গের মালিক হয়েছিল। আমাদের দায়িত্ব হল এই বার্তা গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছে দেওয়া। যেসমস্ত বড় বড় অফিসাররা তোমাদের সাথে মিলিত হয় তাদের থেকেও সই নিতে পারো, তাহলে তারাও খুশী হয়ে যাবে। এটা তো তোমরা খুব ভালো কাজ করছো। পরিশ্রম করো। এতে অবসর সময়ও চাই, যখন তোমরা নিজেদের দেখাশোনা করতে পারবে। সার্ভিস বৃদ্ধি করার জন্য তো অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে কোথা থেকে অহংকার চলে আসে বা অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার কারণে নিজেদের অনেক ক্ষতি করে দেয়। জ্ঞানের নেশায় ভরপুর হয়ে সর্বদা হাসিমুখে থাকতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এইম অবজেক্ট-কে সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। দৈবী ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেবে না।

২) বিশ্ব রচয়িতা বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, আমরা হলাম তাঁর স্টুডেন্ট - এই নেশায় থাকতে হবে। সার্ভিসের ভিন্ন-ভিন্ন যুক্তি বের করে তাতে বিজি (ব্যস্ত) থাকতে হবে।

বরদানঃ- বাবার দেওয়া খাজানাগুলিকে মনন চিন্তন করে নিজের বানিয়ে সদা হাসি-খুশি, সদা নিশ্চিন্ত ভব

বাচ্চারা তোমাদের মনন বা সুমিরণ করার চিত্র ভক্তি মার্গে বিষ্ণুকে দেখানো হয়েছে। সাপের শয্যা বানিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ বিকার অধীন হয়ে গেছে। মায়ার কাছে হেরে যাওয়ার, যুদ্ধ করার কোনো চিন্তা নেই, সদা মায়াজিত অর্থাৎ নিশ্চিন্ত। প্রতিদিন জ্ঞানের নতুন নতুন পয়েন্ট স্মৃতিতে রেখে মনন করো তাহলে অনেক মজা আসবে, সদা হাসি-খুশীতে থাকবে কেননা বাবার দেওয়া খাজানা মনন করলে নিজের বলে অনুভব হবে।

স্লোগানঃ- স্ব-পরিবর্তক হলোও সে - যার অন্তরে সদা এই শুভ ভাবনা ইমার্জ থাকে যে - বদলা নয়, নিজেকে বদল (পরিবর্তন) করে দেখাতে হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;